ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ ২০১৫ প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর
(দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন)

১. পার্লামেন্টওয়াচ কী?

পার্লামেন্টওয়াচ হচ্ছে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমসমূহের ওপর টিআইবি'র নিয়মিত তথ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন। সরকার কিভাবে সংসদে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে এবং সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছেন, তা সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সংসদকে কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি (আগস্ট ২০০২, মে ২০০৩, ডিসেম্বর ২০০৩, মার্চ ২০০৫, জুন ২০০৬) এবং পরবর্তীতে সবগুলো অধিবেশনের ওপর ১টি সংকলিত প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি ২০০৭) প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় নবম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে মোট ৪টি প্রতিবেদন (জুলাই ২০০৯, জুন ২০১১, জুন ২০১৩, মার্চ ২০১৪) এবং দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৪) প্রকাশ করে। বর্তমান প্রতিবেদনটি জুন ২০১৪ থেকে জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

২. গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত তথ্য, কোরাম সংকট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, অনির্ধারিত আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, অসংসদীয় আচরণ, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, সংসদ বর্জন, সদস্যদের উপস্থিতি, বিরোধী দলের ভূমিকা ইত্যাদি। সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, বই ও প্রবন্ধ থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়। এই গবেষণায় প্রথমবারের মতো অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। পঞ্চম অধিবেশনে গবেষণা দলের প্রতিনিধিরা অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থেকে সরাসরি সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

৩. সংসদ থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংসদকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

এ গবেষণাটি নতুন নয় বরং অষ্টম সংসদের সময়ে পরিচালিত গবেষণার ধারাবাহিক কার্যক্রম। পূর্বের ন্যায় দশম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে গবেষণা পরিচালনার জন্য লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সংসদ ও সংসদ সচিবালয় থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়। উল্লেখ্য, টিআইবি'র বিবেক (বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ) প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এনজিও ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত।

৪. জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কি সংসদ অবমাননা বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল?

জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছেন তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা এই অধিকার পূরণে সহায়ক। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংসদকে কার্যকর ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ বা বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংসদ রিপোর্ট

কার্ড বা সংসদ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কোনোভাবেই জাতীয় সংসদ বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল নয়।

৫. কোরাম সংকটের আর্থিক মূল্য কি পদ্ধতিতে প্রাক্কলন করা হয়?

কোরাম সংকটের সময় সম্পর্কিত তথ্য সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম রেকর্ড করে স্টপওয়াচের মাধ্যমে গণনা করা হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলিত করা হয়। সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৫.৭৩ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১.৪৬ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা (২০১১-১২)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৯২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত ৪৮ ঘন্টা ৪১ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৬২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ

জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের হালনাগাদ তথ্যও এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি।

৬. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশের দিনে মূল প্রতিবেদনসহ এর সার সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

৭. অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও টিআইবি এই প্রতিবেদন কেন প্রকাশ করছে?

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জন-সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিবেক (বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ) প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মহান জাতীয় সংসদকে জবাবদিহিতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে টিআইবি ২০০১ সাল থেকে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম, সংসদ সদস্যদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন বিষয়ে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা প্রতিবেদন 'পার্লামেন্টওয়াচ' প্রণয়ন করে আসছে। টিআইবি প্রত্যাশা করে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে সংসদ বিষয়ে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সহায়ক হবে।

জাতীয় সংসদ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা এবং এর সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ/কার্যক্রম- সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯ সংসদে পাসের জন্য স্থায়ী কমিটির সুপারিশ; কোরাম সংকট, সদস্যদের অনুপস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে অধিবেশনে সংসদ নেতা, সদস্য এবং স্পিকারের আলোচনা; টিআইবি'র প্রতিবেদনের সমালোচনা সত্ত্বেও এর তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচকভাবে আলোচনায় উত্থাপন।

টিআইবি'র গবেষণার অর্জন এবং এর তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে লবি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এই গবেষণা প্রতিবেদনের সমালোচনা থাকলেও এই ধরনের তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৮. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

টিআইবি'র এই প্রতিবেদনে দশম সংসদে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল, প্রতিটি আইন পাসের গড় সময় ও প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি এবং কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়ার মতো কতিপয় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেলেও সংসদের প্রত্যাশিত কার্যকরতা অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে; যেমন -

- দশম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর থেকে কথিত 'প্রধান বিরোধী দল' কর্তৃক সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রত্যাশিত জোরালো ভূমিকার ঘাটতি;
- সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের আলোচনা ও বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা ও অশালীন ভাষার প্রাধান্য;
- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের শক্তিশালী ভূমিকার অনুপস্থিতি;
- আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনা পর্বে সদস্যদের কম অংশগ্রহণ;
- পূর্বের সংসদের মতোই জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান;
- কমিটির কাজ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হলেও সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী সভা না হওয়া, সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা ইত্যাদি কারণে কমিটিগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হচ্ছে না;
- মুলতবি নোটিসের বিষয়বস্তু হিসেবে বিভিন্ন খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি থাকলেও তা বাতিল করে দেওয়া;
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ; এবং
- সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত এবং কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি।